Interview details

Interview with Kazi Zahanara Islam Brishti

Interviewed by Farhana Razzak

নিঝুম: বাড়ির কারো কাছ থেকে ভারত বা পশ্চিম বাংলা নিয়ে কোন গল্প শুনেছেন কি? আর আপনি বলতে থাকুন, এক্ষেত্রে আমি কোন বাধা দিব না স্রেফ কিছু নোট নিব।

নাতাশা: আমার বাবা মা দুজনেরই... মানে দেশের বাড়ি বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা ভারতে; পশ্চিম বাংলায়। তো আমি দুজনের কাছ থেকেই শুনেছি, কিন্তু আমার বাবার কাছ থেকে বেশি শুনেছি। কারণ আমার বাবার জন্ম ওখানে এবং জীবনের শুরুর দিকে বেশ অনেকটা সময় উনি ওখানে কাটিয়েছেন, উনার শৈশব কৈশোর পড়াশুনা অনেকখানি... ওখানেই। তো উনার কাছ থেকে আমি অনেক গল্পই শুনেছি সবথেকে বেশি যেটা শুনেছি যেটা খুবই স্বাভাবিক ওনার বাবা-মার কথা... আমাদের পূর্বপুরুষদের যে পরিবারটা এবং যে গ্রামটা সেই গ্রামের কথা উনি, আমার যতদূর মনে হয়... এমন দিন কমই যায় যেদিন উনি সেসব দিনের কথা বলেননা। ... ছোটবেলা থেকেই আমি আমার বোন দুজনেই এগুলো শুনে আসছি।... যেটা হয়, যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষ তো আরও বেশি স্মৃতিকাতর হয়ে যায়, আমার বাবা-মায়ের ক্ষেত্রেও সেটা অনথ্যা হয়নি। এখন আরও হয়তো আগের চেয়ে বেশিই বলেন বা পুরনো মানুষজন পেলে বেশি বলেন, ছোটবেলায় আমরা যেগুলো বেশি শুনে এসছি সেগুলো হচ্ছে... তাদের শৈশবের স্মৃতি... ওখানে তাদের আত্মীয়স্বজনের কথা। আমার দাদা-দাদি, আমাদের ওখানে বিশাল পরিবার। মানে (হাসি), সত্যি কথা বলতে কি ঐ পুরো গ্রামটাই কোন না কোন ভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কিত। মানে ঐ গ্রামের সাথে হিসেব করে বার করলে সবাই কোন না কোন ভাবে আমাদের আত্মীয় বের হয়ে যাবে।... ঐ গ্রামের সবাই আমাদেরকে

মানে আমাদের ঐ বাড়িটাকে বড় বাড়ি বলতো। আমার দাদার... মানে ধার্মিক দিক থেকে সবাই তাকে খুব মানত। হ্যাঁ? সুফি বলতো।... বাবা গল্প করতো যে তার কাছে অনেকে পানিপড়া নিতে আসত। (মৃদু হাসি) লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। দাদির কথা বলতো অনেক যে, ... বিশেষ করে যেগুলো আমরা সবচেয়ে বেশি শুনেছি সেগুলো হচ্ছে যে... আমাদেরকে যখন কোন কিছু... শিখানোর ব্যাপার হতো বা আমরা পড়াশুনা করছি আমাদের ইয়ে... তখন বাবা সবসময় তার নিজের স্ট্রাগলটা বা তার নিজের ছোটবেলার সাথে আমাদেরটা কম্পেয়ার করতো, যে আমি এরকম অবস্থা থেকে পড়াশুনা করে বড় হয়েছি, এখানে আমরা আসছি, এখানে আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন নাই, আমরা এখানে যদি আমাদেরকে কিছু ভালো করে ইয়ে করতে হয় যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় পড়াশুনা করতে হবে। পড়াশুনার কোন বিকল্প নাই, কারণ এই যে এত বছর ধরে বিদেশে থাকি, এই কথাটা আমাকে সবসময় খুব স্ট্রাইক করতো যে এত বছর হয়ে গেছে দেশভাগের, এখনও বাবার কাছে এটা বিদেশ মনে হয়। আমার কাছে যদিও মনে হয়না, আমি... এটাই আমার দেশ আমি এখানেই জন্মেছি, এখানে বড় হয়েছি বাট্ বাবার এই জিনিসটা আমাকে... আমার সবসময় খুব.. মানে কি বলবো কানে এসে লাগতো - টক করে। আমি বুঝতাম যে মানুষ যেখানে জন্মায়, যেখানে তার শিকড়, সেটা তো থাকবেই কিছুটা। আর যেসব গল্প শুনতাম ওখানে আমাদের খেত খামারির গল্প। আমার বাবার চাচা ওইসময় অনেক আগেই মেট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। আশেপাশে দুই তিনটা গ্রাম থেকে তাকে দেখতে আসছিলো, সেসব গল্প।... আমার দাদির কথা খুব বলতেন,... আমার ফুপুদের কথা বলতেন যারা ওপাশে রয়ে গেছেন তাদেরকে... তাদের কথা বলতেন। আমার বাবার পরিবারটার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, তারা অনেকগুলো ভাইবোন ছিলেন তারা দুইপাশে ভাগ হয়ে গেছেন আর কি। তখন ব্যাপারটা অনেক সহজ ছিল। কারণ তখন ভিসা লাগতো না এত লম্বা সময় পর্যন্ত।... যাওয়া আসা করাটা ইজি ছিল। বা তখন আসলে এত দুরের কথা কেউ ভাবেনি যে একদম দুটো আলাদা দেশ হয়ে যাচ্ছে, এটার কি প্রভাবটা পড়বে এ পরিবারটার উপরে আমার মনে হয় সেটা তখন তাদের মাথায় আসেনি। কারণ... এটা আমার মনে হয়েছে আমার বাবা আমার চাচা দুজনের

ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয়েছে আমার চাচা এখানে থাকেন, থাকতেন আর কি, উনি মারা গেছেন। দুজনের ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে যে সারাজীবন তারা মনের মধ্যে ঐ... কাঁটাটা তাদের সারাজীবনই ছিল। আমরা এখানে একভাবে আছি, আমাদের ভাইবোন ওখানে আরেকভাবে আছে। তারা আরেকটা দেশে থাকে। চাইলেই আমরা যেরকম আমাদের পরিবারের ক্ষেত্রে কি হয়, আমার বোন, আমার চাচাত বোন, আমার ভাই, মামাত ভাই-বোন যারাই হোক তারা সবাই অন্তত কাছাকাছি আছে দে আর ভেরি অ্যাক্সিসেবল্ তাদেরকে সহজেই চাইলে যোগাযোগ করা যায়। আর এখন তো তাও যোগাযোগ অনেকটা সহজতর হয়েছে - ইন্টারনেট মোবাইল এসবের কল্যাণে কিন্তু শুরুর দিকে তখন ইন্ডিয়াতে ফোন করা মানে একটা বিরাট ব্যাপার। আগে থেকে ট্রাঙ্ক কল বুক করো। বুক করে আধাঘণ্টা ধরে বসে থাকো। বসে থাকার পরে কল আসলে জোরে জোরে চিল্লিয়ে মিনিট পাঁচেক কথা বলে বিলের কথা চিন্তাভাবনা করে ফোন রেখে দাও। এই জিনিসগুলো তাদেরকে সবসময় পীড়া দিয়েছে এটা আমি বুঝতে পারতাম। আর মানুষ তো আসলে সবসময় তার ছোটবেলার জায়গাটার কথা সবসময় মনে থাকে, ঐ জায়গাটায় যে তারা যেতে পারছে না, এই জিনিসটাও তাদেরকে খুব... খুব বিঁধত। এটা আমার মনে হয়েছে, এটা আমার বাবার ক্ষেত্রেও মনে হয়েছে, চাচার ক্ষেত্রেও মনে হয়েছে। আর... আর ওইভাবে একজ্যাক্টলি গল্প করার বলতে - আমাদের ওখানে বড় একটা আমবাগান আছে, এখনও আছে আসলে। ঐ আমবাগানে আমার দাদা-দাদির কবরও আছে। তো ঐ আমবাগানের কথা আমি অনেক শুনেছি। এখনও ইনফ্যাক্ট... আমার... আমাদের একটা পারিবারিক ব্যাপার যেটা আছে যে, একেকজনের নামে গাছ লাগানো হয়। তো আমার মেজো চাচা যিনি পশ্চিমবাংলায় থাকেন বারাসাতে, তো উনি আমার নামে একটা আমগাছ লাগিয়েছিলেন। আমার এখনও মনে আছে যে, উনি প্রথমবার যখন গাছে আম হল, প্রত্যেক বছরই ফোন করেন, ঐ বছর ফোন করেছেন যে "কচি আসবেনা? কচি তোমার গাছে আম হয়েছে, আসবেনা?। এবং আল্টিমেটলি যেটা হল, উনি যখন পরে আসলেন উনি সাথে করে একটা আম নিয়ে আসছিলেন। ঐ গাছের আম যে... যেন আমি খেতে পারি। তো এই জিনিসগুলো... আমি এটা থেকে এটাও বুঝতে পারি যে ওপারে

যারা আছেন তাদেরকেও সারাক্ষণ এই জিনিসগুলো একটু একটু করে কামড়ায় যে, আসতে পারছে না। আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না বা আমরা যা দেখছি আমরা যা পাচ্ছি আমাদের ক্ষেত্রেও যেমন সত্যি, তাদের ক্ষেত্রেও তেমন সত্যি। যে আমরা শেয়ার করতে পারছি না যেটা একটা পরিবারের মধ্যে খুব স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা আমাদের জন্য স্বাভাবিক হয়নি। তার কারণ হচ্ছে দেশভাগ... আর কি বলবো, আমার মায়ের কাছ থেকে আমি খুব বেশি শুনিনি কারণ আমার মায়ের জন্ম এখানেই। বরঞ্চ আমি আমার নানির কাছ থেকে টুকটাক শুনেছি যখন... নানির সাথে বিশেষ করে বাবা গল্প করতেন, এখনও যখন করেন। তখন এই জিনিসটা খুব বেশিই হয়। পুরানো জিনিস নিয়ে আলোচনা, পুরানো জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলা, ওখানকার খাবার – হ্যাঁ? - যেগুলো এখন এখানে হয়তো অতো অ্যাভেলেবেল না। গ্রামের স্মৃতি, আমার মা আর বাবার গ্রাম হচ্ছে পাশাপাশি গ্রাম। সো, তাদের একটা মানে সাধারণ স্মৃতি আছে যেটা তারা একে অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন। তো সেই জিনিসটাও আমি শুনেছি কিছু কিছু কিছুটা কিছুটা। মায়ের এ ব্যাপারে খুব একটা স্মৃতি নেই, যেহেতু মায়ের জন্ম এখানেই। বাবার কাছ থেকেই বেশি শোনা হয়েছে আসলে। আর কিছুটা শুনেছি আমার বড় চাচার কাছ থেকে আর ওপার থেকে যখন আমার মেজো চাচা, ছোট চাচা তারা যখন এসছেন, আমার ফুপুরা যখন এসছেন তাদের কাছ থেকে অনেকখানি শোনা গেছে। আর... আর যেটা এখন যেটা এখন মনে হয় এই বয়সে এসে যে, এখন বয়স বাড়ার সাথে সাথে উনাদের এই কষ্টটা আর একটু বেশি-ই হয়ে যাচ্ছে। কারণ ওপারে আমাদের যাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন তাদেরও বয়স হচ্ছে। ... কেউ কেউ মারাও গেছেন। তো এখন ঐ জিনিসটা খুব স্ট্রাইক করে যে মানুষের যত বয়স বাড়ে ততো অতো এইসব জিনিসগুলোর প্রতি একটা ভয়ও তৈরি হয়, এই যে ভাইবোনকে দেখতে পাবে কিনা - কেমন আছে? শরীর কেমন আছে?... আমি তো ডাক্তার, তো দেখা যায় যে এখানে আমার পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াটা আমিই করি। বা কারোর কিছু একটা হলেই ফোন করলো, "এই নাতাশা এটা হয়েছে কি করবো, ওটা হয়েছে কি করবো?" বাট্ এই জিনিসটা কিন্তু আমার ওপারের আত্মীয়দের জন্য সম্ভবপর হয় না। ওনারা

যখন এখানে আসেন তখন বয়সের সাথে সাথে তো হেলথ্ প্রবলেমটা খুব স্বাভাবিক। এখানে যখন আসেন তখন আমি করে দিতে পারি যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব কিন্তু এই যে অ্যাক্সিসিবিলিটির অভাবটা এটা আমিও টের পাই। যে আমি এখানে যতখানি তাদেরকে সাহায্য করতে পারছি, ওপারে যারা আছেন খুব স্বভাবতই তাদেরকে আমি অতখানি সাহায্য করতে পারছিনা, কখনো পারবও না। এই আর কি।

নিঝুম: তো একটা ব্যাপার যেটা আসলে আমি পার্টিকুলারলি জানতে চাচ্ছি যে আপনার পরিবারের একটা অংশ এখানে মাইগ্রেট করে এসেছে। তো সেটা কেন এসেছে, তাদের আসার কারণটা মূলত কি ছিল? আরেকটা অংশ রয়ে গেছে।

নাতাশা : ...আসলে... এখন তো এটা মাইগ্রেশন্ মনে হচ্ছে, তখন তো এটা একটাই দেশ ছিল, হ্যাঁ? তো আমাদের এপাশেও কিছু জমিজমা ছিল। আমার বড়চাচা এখানে পড়াশোনা করতে এসছিলেন। এখানে চাকরি বাকরি করতেন। তো... অনেক ভাইবোন... আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আমার... আমি জানিনা এটা আসল কারণ কিনা। বাট্ আমার... আই থিঙ্ক আমার দাদা-দাদির সাইকোলজিটা ছিল এরকম যে - এতগুলো ছেলেমেয়ে, ওখানে একটা ছেলে একলা পড়ে আছে কিছু ছেলে-মেয়ে ওপাশেও থাকুক। ঐ যে বললাম তখন তারা আসলে এটার সুদূরপ্রসারী প্রভাবটা তখনও এতো সিরায়াসলি কেউ দেখে নাই। তখনও এটা... তাদের পক্ষে দেখাটা আমার মনে হয় সম্ভবও ছিল না। কারণ তারা তো ওটাকে একটা দেশ হিসেবেই দেখে আসছেন। তাদের জন্য - তাদের মনে হতে পারে যে এটা আর কতো কঠিনই বা হবে, যোগাযোগ করাটা। একই পরিবারের একই মায়ের পেটের ভাইবোন কতো কঠিন হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে আমার বড় ছেলে একলা আছে... তুমি তোমার বোনও ওখানে চলে যাও। জমিজমা দেখা... রক্ষণা-বেক্ষণেরও একটা ব্যাপার থাকে। কারণ মানুষ না থাকলে এগুলো বেহাত হয়ে যাওয়াটাও সম্ভব। সো, ঐ... ঐ ইস্যুটা আমার মনে হয় কাজ করেছে। তখন ঐ যে বললাম যেহেতু ভিসা লাগতো না। তখন যাতায়াতটা অনেক সহজ ছিল।

এখনকার মতন এতো লম্বা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হতো না। তো এটা তখনকার ক্ষেত্রে এটাই কারণ ছিল। আমার মনে হয়েছে যে... আরেকটা ব্যাপার তো অবশ্যই ছিল যেটা, যেটা দেশভাগের ভিত্তি। এই হিন্দু-মুসলিম ব্যাপারটা তো ছিলই। যা ওখানে একটা হিন্দু প্রধান দেশ, এটা একটা মুসলিম প্রধান দেশ। এটা পরে কোন প্রভাব পড়বে কিনা। এটা একটা ইয়ে থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে। যে তারা হয়তো ভেবেছেন পরবর্তী প্রজন্মর যদি কোন সমস্যা হয় ওখানেও একটা ব্যাকআপ থাকুক। হতে পারে। দ্যাট মে বি দ্যা কেস। আর... আমার মনে হয় যেটা তখন যেটা হয়েছে যে... মানে... এখনও... আমার... আমি... বারবারই এই একটা কথাই আমার মনে হয় যে ঐ... প্রভাবটা আসলে তারা বুঝতে পারেননি, যে এটা একটা পরে একটা ক্ষত হয়ে থাকবে বা এটা আসলে দুইটা পরিবার একদম আলাদা হয়ে যাচ্ছে, না বোঝাটা খুব স্বাভাবিক। তাই না? কারণ, ওটাও তাদের বাড়ি, এখানেও তাদের জমিজায়গা আছে। সবই তো তাদের নিজের। সো দুটা নিজের জায়গার মধ্যে ভাগ করাটা তো কঠিন। কোন ভাগটা আমি রাখব, কোনটা আমি ছেড়ে দিব আমার মনে হয় এই কারণে তারা কিছুটা ইয়ে করেছেন যে, এপারেও কিছু থাকল, ওপারেও কিছু থাকল। এটা একটা ব্যাপার হতে পারে। আমার সাথে আমার দাদা দাদির, খুব ছোট... আমি দাদিকে তো দেখিইনি, আমার দাদাও আমার খুব অল্প বয়সে মারা গেছেন। সো, তাদের কাছ থেকে সরাসরি তাদের মুখ থেকে আমার শোনা হয়নি। বাট এখন যদি আমি চিন্তা করি, আমি যদি তাদের জায়গায় থাকতাম আমিও এভাবেই হয়তো চিন্তা করতাম। আমার কাছে এটাই ঠিক মনে হতো যে, আমি যতটুকু পারি আমার জিনিগুলোকে আমার নিজের কাছে রাখি - দুই পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকুক। এটা একটা ব্যাপার হতে পারে।

নিঝুম: দেশভাগের পরে তো পরিবারগুলো যে এপাশে চলে আসলো... তো... স্বাভাবিক কিছু সমস্যা হয়ই বা অ্যাডজাস্ট করতে অনেক রকম স্ট্রাগেল করতে হয়। তা আপনার পরিবারের ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্ট করতে কি কোন সমস্যা হয়েছিল?

নাতাশা: উমম... কিছুটা সমস্যা তো অবশ্যই হয়েছে। সমস্যার ক্ষেত্রে একটা বড় ব্যাপার ছিল... প্রথম কথা হচ্ছে, নিজের পরিবারের একটা অংশকে আরেকটা দেশে এসে, নিজে আর একটা দেশে এসে থাকা। মোটামুটি শিকড় উপড়ে আরেকটা জায়গায় নতুন শিকড় বসানো। সেটা কখওই খুব সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা আমার এটা মনে হয় না। এখনও আমরা যারা যেসব বাংলাদেশি যারা বিদেশে গিয়ে থাকেন প্রচুর বাংলাদেশি আছেন যারা বাইরে গিয়ে নিজেদের এখন পাকাপোক্ত ভাবে থাকেন। তাদের জন্যও ব্যাপারটা সহজ বলে আমি মনে করি না। আর দেশভাগ তো মোটামুটি একটা ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স ছিল কারণ... এখন যারা বাইরে গিয়ে থাকেন তাদের এটা হচ্ছে নিজের চয়েজ। বাট্ দেশভাগ তো কোন চয়েজের ব্যাপার ছিলনা। এটা একটা... চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার ছিল। এমন কিছু জায়গা থেকে ডিসিশন্ এসেছে যেটার উপরে যারা... যারা এই দেশভাগের কারণে প্রভাবিত হয়েছে তাদের তো সরাসরি ওখানে কোন বলার কিছু ছিলনা।

সো, একদিন সকালবেলা উঠে সবাই দেখল যে এখন পাশের বাড়ির রহিম আলি এখন অন্য দেশের মানুষ হয়ে গেছে তাকে দেখতে, দেখতে এখন আমার বর্ডার পার হতে হবে, এখন আমার ভিসা লাগবে এখন আমাকে চেক করে ইয়ে করতে হবে। হুম? তো আরেকটা ব্যাপার যেটা হল যে একটা জয়গায়, আমরা যেটা পরিবার বলতে যেটা বুঝি। বাংলাদেশে বা এই সাব্-কন্টিনেন্টে আমরা তো খুব পরিবার ভিত্তিক মানুষ। আমাদের সবারই... অনেক ডালপালা। আমার যেটা মনে হয়েছে আমার বাবা এবং চাচা আর ফুপু, এক ফুপু এখানে আছেন তারা যখন এখানে এসে বসলেন বা এখানে এসে... কি বলবো তাদের আবাস তৈরি করতে শুরু করলেন, তারা দেখলেন যে তাদের ডালপালাগুলো সব ছাঁটা হয়ে গেছে। দে আর অল অ্যালন। হ্যাঁ? এই জিনিসটা তাদেরকে খুব অ্যাফেক্ট করেছে। আগে একটা কিছু হলে ডাক দিলে দশটা মানুষ চলে আসতো। এখানে কেউ নাই। আগে তাদের একটা পরিচয় ছিল। অমুক ফ্যামিলির ছেলে অমুক ফ্যামিলির মেয়ে। তাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। এখানে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নাই। এখানে তাদেরকে কেউ চেনে না। এই যে নতুন করে শুরু করা স্ট্রাগলটা এটা অবশ্যই তাদেরকে অনেক

ভুগিয়েছে। ...আবার এটাও ঠিক যেহেতু, যেহেতু এখন এখানে একটা নতুন দেশ ছিল একটা ইমাজিনড্ কান্ট্রি সেটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, তারা কিছুটা লাভবানও হয়েছেন। কারণ অনেক জায়গা খোলা ছিল। তারা নিজের যোগ্যতা এবং মেধা অনুযায়ী সেই জায়গাগুলোতে পৌঁছে যেতে পেরেছেন। ভারতের মতন একটা বড় দেশে যেটা সম্ভব নাও হতে পারত। আমি জানিনা সম্ভব হতো কি হতো না। বাট আমার মনে হয় এটার পসিটিভ দিকও ছিলও আবার নেগেটিভ দিকও ছিল। পসিটিভ দিক এটা যে উনারা জানতেন এখানে উনাদেরকে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় নিজেদের যোগ্যতায় নিজেদের কাজ করে নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সো, দে ওয়ার্কড মাচ্ হার্ডার. তাদের মধ্যে সবসময় এটা একটা চালিকা শক্তির মতন কাজ করেছে। যে আমাকে করতে হবে। আমাকে এইখানে একটা ঠিকানা তৈরি করতে হবে। এটা আমি খুব শুনেছি ইনফ্যাক্ট আমি যখন ছোট ছিলাম, এটা আমাদের নিজেদের বাড়ি, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমি বাবাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি যে, আমাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নাই, আমাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নাই। ঠিকানা যেটা দিতে হবে এটা সবসময় বর্তমান ঠিকানা, কোন স্থায়ী ঠিকানা নাই। এই জিনিসটা তাকে খুব স্ট্রাইক করতো। আমার চাচার ক্ষেত্রেও আমি শুনেছি যে আমার একটা নিজেদের একটা ঠিকানা তো আছে অন্তত। আমার চাচা আগে বাড়ি করেছেন আমরা পরে করেছি। তো চাচা এটা বলতো যে অন্তত একটা ঠিকানা তো তৈরি করতে পেরেছি। বিদেশ-বিভূঁইয়ে সেটা কম কি? ঐ জিনিসটা সবসময় ছিলও তাদের মধ্যে। এটা এখন বিদেশ, এটা এখন বিদেশ, এটা এখন বিদেশ...

নিঝুম: আচ্ছা, তো আপনি একটা কথা বললেন যে ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স দেশভাগ। তো আপনার কাছে পারসোন্যালি দেশভাগ জিনিসটা কি মিনিং বহন করে?

নাতাশা: (দীর্ঘশ্বাস)... আসলে আমি তো সরাসরি আমি তো ট্রমাটা দেখিনি। আমারটা যেটুকু অভিজ্ঞতা সেটা বাবার কাছে শুনে, আমার নানিকে দেখে আমার এই দুই ফ্যামিলিকে দেখে, বই পড়ে, সিনেমা দেখে যতটুকু আমি জানতে পেরেছি দেশভাগ

সম্পর্কে। আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে... এটা এমন একটা ক্ষত যেটা হয়তো কখনওই শুকাবে না। কারণ আপনি যখন দুটো একটা পরিবারকে... সীমানা দিয়ে আলাদা করে দেবেন তারা আর কখওই আগের পর্যায়ে যেতে পারবে না। ইট উইল অলওয়েজ বি অ্যান ইভেন্ট। দেশভাগের আগে দেশভাগের পরে। এটা একটা ড্রামাটিক বাউন্ডারি হয়ে থাকবে সবসময়। এটা কখনও এমন হবে না যে এটার কোন এফেক্ট নেই। হয়তো ট্রিকল্-ডাউন এফেক্ট হবে। কমতে থাকবে, কমতে থাকবে, কমতে থাকবে। বাট কিছুটা ব্যাক লগ্ থাকবেই সবসময়। কিছুটা পিছুটান, একটা থাকবেই। আর ট্রমাটাতো আসলে আমার বাবা-মা বা আমার দাদা দাদিদের জন্য বেশি হয়েছিলো যাদেরকে ঐ সময় সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয়েছে, কোন দিকে যাব। এপারে যাব না ওপারে যাব। বা কোন জায়গাটা ভালো হবে। আমাকে যদি এখন কেউ বলে সাপোসেডলি যে – "শোনো তোমার এখন এই যে বাংলাদেশ, এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তুমি ঠিক করো তুমি কোন দিকটায় থাকবে"। আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমি ঠিক... আমি যদি কোন সিদ্ধান্ত নেইও, আমার মধ্যে সবসময় একটা অনিশ্চয়তা থাকবে। আমি কি ঠিক করলাম? আমার পরের প্রজন্ম কি ঠিক... ঠিকভাবে থাকবে? এটার কি প্রভাব পড়বে? এটা কি আসলে করাটা ঠিক হচ্ছে? আমি যদি না যাই তাহলে কি হবে? গেলে কি হবে? এই টানাপোড়নটাতো সবসময়ই থাকবে আমার মধ্যে। নিশ্চয়ই সেটা আমার আগের প্রজন্মের মধ্যেও ছিল। হয়তো তারা এখনও ভাবে যে ঐ দেশে থেকে গেলে কি ভালো হতো? ওইখানে যদি আমরা না আসতাম এপারটায় যদি... ই... করতাম তাহলে কি ঠিক হতো? দ্যাট উইল অলওয়েজ বি দেয়্যার, অ্যান আনআন্সারড কোশ্চেন. এইটা সবসময় থাকবে। এই প্রশ্নের কখনও কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। এবং আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো এক একটা মানুষের জীবনের এক একটা ডিফাইনিং মোমেন্ট, যে এটা করেছি এই জন্য এটার পরের এফেক্টগুলো এরকম হচ্ছে। খুব কম ঘটনা আছে যেটা মানুষের পরের লাইফকে এভাবে এফেক্ট করতে পারে। দেশভাগ সেরকম একটা এফেক্ট ছিল। এবং ট্রমাটা যে কিরকম সেটা অনেকের তো খুব বীভৎস অভিজ্ঞতা আছে, রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের পরিবারের জন্য অভিজ্ঞতাটা রক্তাক্ত না হলেও অত্যন্ত

বেদনাদায়ক সেটা তো সবসময় বোঝা যায় কারণ তাদের ঐ নাড়ী ছেঁড়ার ক্ষতটা আসলে শুকায় না। সেটাই আর কি।

নিঝুম: আচ্ছা, তো দেশভাগ হয়ে গেলে তো একটা বর্ডার তৈরি হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্ডারটা এখন আছে। তো আপনার কাছে বর্ডারটা আসলে কি মনে হয়?

নাতাশা: আমার কাছে সীমানা সীমানাই। আমার কাছে এটা মানে... আমার মধ্যে কিন্তু এই ব্যাপারটা নেই যে ওটা আমার দেশ এটা আমার দেশ না। আমার মধ্যে এটা নেই। আর দশটা মানুষের যেরকম মনে হয়, আমার কাছেও সীমানাটা এরকমই। তবে হ্যাঁ, যেটা হয় যে, যেহেতু ভাষার দূরত্বটা নেই এই জন্য আমি পশ্চিম বাংলায় যখন যাই আমি... আই ফিল কোয়াইট অ্যাট হোম, আমার কাছে অতো পর পর লাগে না। কিন্তু সেটার সাথে আরও ব্যাপার আছে যে, আমাদের একটা কমন হিস্ট্রি আছে তো। যেহেতু আমরা একই দেশ ছিলাম, আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস সবকিছুর উৎপত্তি কিন্তু একটা জায়গা থেকে। তো সেটা একটা কমন বন্ডিং তো কাজ করেই। যেটা এই সাব-কন্টিনেন্টে সব কয়টা দেশের মধ্যেই কম বেশি আছে। আমার মনে হয় ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে সেটা আরও অনেক বেশি। ইনফ্যাক্ট ভারত বলাটা আসলে ঠিক হবে না। পশ্চিম বাংলা আর বাংলাদেশের মধ্যে বেশি। কারণ ভারতের অন্য প্রদেশের মানুষজন আমার কাছে অনেক বেশি বিদেশি, কলকাতার মানুষদের আমার... আমার কাছে অতো বিদেশি কখনওই মনে হবে না। হ্যাঁ? আমার মনে হয় এটা ভাইসি ভার্সা। তাদের কাছেও সত্যি। ঐ যে বললাম, যেহেতু আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং ভাষাগত দূরত্বটা খুব কম। এই জন্য এই অংশটার হয়তো আমার কাছে মানে অতো... অতো ডিফিকাল্ট মনে হয় না। কিন্তু দেন, এগ্যেইন আমি যদি এখন রাজস্থানের কারো কাছে – ই - করি, মাড়ওয়ারি কারো সাথে আমার কথা হয়, যদি আমার সাথে এখন... অসমিয়া কারো সাথে কোন কথা হয় বা মনিপুরী কারো সাথে কথা হয়, আমার কাছে সীমানাটা তখন সীমানার

মতোই থাকবে। যেটা আমার একজন ব্রিটিশ এর সাথে কথা বলতে গেলে যেমন হবে। একজন আমেরিকান এর সাথে কথা বলতে গেলে যেমন হবে - জাস্ট লাইক দ্যাট। কলকাতার ক্ষেত্রে বা পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। কারণ হচ্ছে যে, যেটা আপনাকে আমি বললাম। সেটা।

নিঝুম: আচ্ছা তো এখন যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার বাড়ি কোথায়? আপনি কি বলবেন? এখন অ্যাট প্রেজেন্ট।

নাতাশা: আমার বাড়ি বাংলাদেশ।... সবসময়। সবসময়। তাই থাকবে।

নিঝুম: আচ্ছা। ঠিক আছে। তো আপনি যেহেতু একটা জেনারেশনে বিলং করছেন, যার আগে একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে দেশভাগের।

নাতাশা: হুম...

নিঝুম: তো এখন এখানে থাকছেন, এখানকার লাইফস্টাইল এগুলা মেনটেইন করছেন কিন্তু এখানে কি সেটার কোন প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে?

নাতাশা: অবশ্যই আছে।

নিঝুম: সেটা কি?

নাতাশা: অবশ্যই আছে কারণ হচ্ছে যে আপনি এখন যে জীবনটা কাটাচ্ছেন তার তো বীজ রোপিত হয়েছে শৈশবে। আর আমার শৈশবটা কেমন হবে সেটা তো আসলে ঠিক করে দিয়েছেন আমার বাবা-মা। তো তাদের যে চিন্তাভাবনা, তাদের কথাবার্তা তাদের তাদের যে মূল্যবোধ বা তাদের বিশ্বাস, তাদের খাদ্যাভ্যাস সবকিছু আমাকে আজকের আমি করে তুলেছে। তো সে ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে... সেই ছোট ছোট

এফেক্টগুলো তো আমরা টের পাই-ই। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে থাকে কিছুটা। খাওয়া দাওয়ার অভ্যাসের মধ্যে থাকে। এই সব আর কি।

নিঝুম: তো আরেকটু ডিটেইলস্-এ যদি বলতেন কি ধরনের খাওয়া-দাওয়া বা কি ধরনের আচার-অনুষ্ঠানগুলো আপনারা ফলো করছেন যেটা?

নাতাশা: আচার-অনুষ্ঠান তো সেরকম আসলে নেই তবে... আমার মনে হয় আমরা খুব সেকুল্যার মূল্যবোধে বড় হয়ে উঠেছি তার একটা কারণ হতে পারে দেশভাগ।... আমার বাবা-মা দুজনের মধ্যেই এটা খুব বড় ভাবে ছিল।... আমরা টিপ পড়ি। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং, এটা হতে পারে, যদিও এটা এটা দেশভাগের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তা-না। অনেকেই পরে, বাংলাদেশে। এটা আমাদের... কমন সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেই মোর দ্যাট নোটিফাই করে। খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাসের মধ্যে অনেক কিছু আছে। আমরা যেভাবে রান্না করি, কারণ আমার মা রান্না শিখেছেন নানির কাছ থেকে। আর আমার নানির রান্না স্ট্যাইল তো অবশ্যই, তিনি তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছেন। সো ওইখান দিয়ে আমরা অনেকখানিই আমরা খাওয়াটা অনেখানি আমাদের রান্নার স্টাইল বা আমাদের কোনটার সাথে কোনটা দিয়ে রান্না হবে সেটার মধ্যে অনেক কিছু থাকে যেটা ওপার বাংলার সাথে মিলে যায়। হ্যাঁ? তবে এটাও ঠিক যে... এপার বাংলার অনেক কিছুই আমরা অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি যেটা আমার মা খুব শুঁটকি খেতে ভালবাসেন। যেটা (হাসি) ওপারে তো খাওয়াটা খুব স্বাভাবিক না। আবার আমার বাবা মাছ খেতে... আমার বাবা আর আমার বোন মাছ খেতে মোটেই পছন্দ করে না। তারা মুরগীর ভক্ত। তো মানে এখন এটা একটা কালচারাল কি বলবো... অ্যামালগেমেশন্ এর মতো হয়ে গেছে। কিছু এটা কিছু ওটা সবকিছু নিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের মতো নিজেদের সুযোগ সুবিধার মতন নিজেদের পছন্দ মতন আমরা ওটাকে আত্মস্থ করে নিয়েছি। খুব আলাদা করে সেটা চোখে পরার মতন আমার মনে হয় না।

নিঝুম: তো, একটা ব্যাপার কি অনেক কিছু আপনারা পেয়েছেন আপনাদের আগের জেনারেশনের কাছ থেকে। তো সামনে যে জেনারেশনগুলো আসবে তাদের কাছে আপনি ওপারের কোন মেমোরিগুলো পাস করতে চান? কেনই বা পাস করতে চান সেগুলো?

নাতাশা: স্মৃতি যদি পাস্ করতে হয় অবশ্যই আমি আমার বাবা-মায়ের স্মৃতিগুলো তাদেরকে জানাব। কারণ আমাদের তো পরিবারের একটা অংশ আছে ওখানে। তাদের সাথে কতটুকু যোগাযোগ থাকবে আমি জানিনা, কিন্তু অন্তত আমাদের একটা অংশ যে অন্য আরেকটা জায়গায় আছে, বড় হচ্ছে আমাদের রক্তের সম্পর্কের মানুষজন, সেটা জানার অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তা দুটোই আছে বলে আমি মনে করি। এটাকে এড়িয়ে যাবার বা বাদ দেওয়ার বা অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। আবার... এটা নিয়ে খুব... খুব বেশি কি বলবো মানে... খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার সুযোগ নেই কারণ এতো দিন হয়ে গেছে এটা এখন একটা ফ্যাক্ট। আমরা আমাদের জীবনে যেমন মানিয়ে নিয়েছি, তারাও মানিয়ে নেবে। এটা গেল স্মৃতির দিক থেকে আর মূল্যবোধের দিক থেকে আমি যেটা মনে করি দেশভাগ থেকে... দেশভাগ আসলে আমাদেরকে কি শেখায়? দেশভাগ আসলে... দেশভাগটা তো আসলে প্রধানত হল যখন আমরা স্বাধীনতা পেলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে তখন - দেশভাগ আসলে আমাদেরকে শেখায় যে... শাসিত জনগোষ্ঠীর পরিণতিটা কি রকম হয়। আমি আমার... আমি যদি শিখাতে চাই আমি আমার সন্তানদেরকে শিখাব যে কখনও তোমরা এমন কিছু করো না যাতে তোমাদের উপর অন্য কেউ ছড়ি ঘোরাতে পারে। যেমনটা ব্রিটিশরা আমাদের উপরে পেরেছিল। কারণ সেটা যদি না হতো তাহলে তো আজকে এই প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হতো না। হ্যাঁ? আমি তাদেরকে এটা শিখাব যে - ডু নট লেট দিজ হ্যাপেন এগ্যেইন, আবার কাউকে এসে ধর্মের নামে... বিশ্বাসের নামে তারপরে এথনিসিটির নামে আলাদা হয়ে যেতে দিও না। কারণ একটা দেশ এই সবকিছু নিয়ে তৈরি এবং এটার থেকে বড় একটা শক্তি। হ্যাঁ? তো এটাই আমি মনে করি। এই মূল্যবোধটা আমি আমার পরের প্রজন্মকে শিখাতে চাইবো।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved